শেষপত্র

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

জনছবি প্রকাশন

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
মোহসিনা বেগম

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ
ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-1-3

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

মূল্য : ১২০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Shespatro, by **Jasim Uddin Mohammad**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekusher Boimela, 2018.
Price Taka 120.00, US $ 4

মুখবন্ধ

একদিন ফকফকা আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি আমি অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি। তাও আবার একই প্রজাতির অন্ধকার নয়। কোনোটা রক্তের মতো লাল। কোনোটা চিংড়ি মাছের মতো, তেলাপোকার মতো রক্তশূন্য। কোনোটা কুচকুচে কালো কয়লা। আবার কোনোটা ড্রেনের পানির মতো ময়লা। এমনি থৈ-থৈ অন্ধকারের মাঝে আমার আশপাশে কেউ নেই। আমি একা। শুধুই একা। সেই বাড়ন্ত কালবেলায় যে আমাকে দুহাত ধরে সত্যিকার আলোর দিকে টেনে এনেছে, সে হলো কবিতা। আমার প্রাণেশ্বরী কবিতা। যার কোনো অহংকার নেই, যে মানুষকে জাতে-পাতে, উঁচুতে-নিচুতে, আমীরে-ফকিরে বিচার না করে কেবল মানুষ হিসাবে বিচার করে। একজন শতভাগ মানুষ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়।

সেই থেকে আমি কবিতার সাথী হয়ে আছি। সে আমার সাথে কোনোদিন বেঈমানি করেনি। কোনোদিন কথার হেরফের করেনি। আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়নি। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার যা প্রাপ্য হওয়া উচিত তার একচুলও বেশি ভাবাবেগের ধার ধারতে দেয়নি। কবিদের ভাববাদী বলে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো ফুরসৎ দেয়নি। একটা সময় আমি অপার বিস্ময়ে চেয়ে দেখি, আমার ভেতর থেকে অন্ধকার গলে পড়তে শুরু করেছে। আমার দিব্য চোখের সামনে মহাবিশ্বের সমস্ত আলোকরশ্মি ঝিলিক দিচ্ছে। আমি বিমুগ্ধ চিত্তে সেই আলোর শতমুখী ঝর্ণাধারার দিকে চেয়ে আছি। এভাবেই কবিতার কাছে আমার ঋণ বাড়তে থাকলো দিন-দিন। এখন আমি আর একা নই। এখন আমার কবিতা আছে।

ভিন্নধারার কিছু কবিতা নিয়ে একটা পত্রকাব্য প্রকাশ করতে অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সেইসব গুণীজনদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই কবি ও কথাসাহিত্যিক জালাল উদ্দিন মুহম্মদ। আমি তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও আমার সকল পাঠক এবং বইটি প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন—তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

জানুয়ারি ১৬, ২০১৮

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী চাচাজান—
যাকে আমি 'আব্বু' বলে ডাকতাম। তিনি
মরহুম আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রশিদ।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

খুঁজে চলেছি যারে (কাব্যগ্রন্থ)
ভালোবাসার নির্বাচিত কবিতা (কাব্যগ্রন্থ)
ডাম্বুলার প্রেম (গল্পগ্রন্থ)
কবিতা উল্লেখ্য (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ)
প্রকাশিতব্য গ্রন্থ : যে বসন্তে ফুল ফোটেনি (উপন্যাস)

কবিতাক্রম

অভিনন্দনপত্র	...	৯	৩৭	...	পরিচয়পত্র
অচলপত্র	...	১০	৩৮	...	পানামাপত্র
অনুমতিপত্র	...	১১	৩৯	...	পদত্যাগপত্র
অনুযোগপত্র	...	১২	৪০	...	প্রথমপত্র
অভিযোগপত্র	...	১৩	৪১	...	প্রত্যায়নপত্র
অঙ্গীকারপত্র	...	১৪	৪২	...	প্রমাণপত্র
অধরাপত্র	...	১৫	৪৩	...	প্রপত্র
আবেদনপত্র	...	১৬	৪৪	...	প্রশ্নপত্র
উত্তরপত্র	...	১৭	৪৫	...	প্রশংসাপত্র
উপপত্র	...	১৮	৪৬	...	প্রেমপত্র
ঋণপত্র	...	১৯	৪৭	...	বইপত্র
ঐতিহাসিক পত্র	...	২০	৪৮	...	বায়নাপত্র
কৌশলপত্র	...	২১	৪৯	...	ব্যবস্থাপত্র
খবরপত্র	...	২২	৫০	...	বিনষ্টপত্র
খোকার পত্র	...	২৩	৫১	...	বেনামিপত্র
খোলাপত্র	...	২৪	৫২	...	বিচ্ছিন্নপত্র
গবেষণাপত্র	...	২৫	৫৩	...	বিমূর্তপত্র
চরমপত্র	...	২৬	৫৪	...	ভাঁজপত্র
চিঠিপত্র	...	২৭	৫৫	...	মানপত্র
ছাড়পত্র	...	২৮	৫৬	...	মনোনয়নপত্র
ছিন্নপত্র	...	২৯	৫৭	...	সাহিত্যপত্র
দরপত্র	...	৩০	৫৮	...	সবুজপত্র
দানপত্র	...	৩১	৫৯	...	সনদপত্র
নম্বরপত্র	...	৩২	৬০	...	সূচিপত্র
নথিপত্র	...	৩৩	৬১	...	স্মারকপত্র
নষ্টপত্র	...	৩৪	৬২	...	শ্বেতপত্র
নিমন্ত্রণপত্র	...	৩৫	৬৩	...	হিসাবপত্র
নিয়োগপত্র	...	৩৬	৬৪	...	শেষপত্র

অভিনন্দনপত্র

যে শিশুর ভূমিষ্ঠ হতে এখনও লক্ষ-কোটি বছর বাকি
তাকেও আমি সানন্দে অ ভি ন ন্দ ন জানিয়ে রাখি!
হয়তো তখনকার নামগুলো মানুষের নামের মতো হবে না
হয়তো তখন নদী নামের কোনো অনাথিনী থাকবে না
হয়তো তখন পাহাড়-পাহাড়িকা নামের আর কেউ রইবে না
হয়তো চিরন্তন সত্য বলে তখন কোনোকিছু থাকবে না
হয়তো মাটি নামের খাঁটি কিছু তোমরা চোখে দেখবে না
তবুও তোমাদের অভিনন্দন...তবুও তোমাদের অভিবাদন।

ধারণা করছি, সমস্ত পৃথিবীতে একটি মাত্র সবুজ গাছ থাকবে
পঙ্গপালের মতো তোমরা সবাই সেই সবুজ চোখে মাখার জন্য
প্রতিযোগিতায় নামবে
ধারণা করছি, সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র ভঙ্গিল পর্বত অবশিষ্ট থাকবে
তোমরা সেই পর্বত মিউজিয়ামে লুকিয়ে রাখবে...
ধারণা করছি, সমস্ত পৃথিবীতে কোনোও পাখি থাকবে না
তোমরা বিমুগ্ধ নয়নে আমাদের পাখিদের ফসিল দেখবে
চিলেকোঠায় ভূতের দর্শন পাওয়ার মতো পাখিদের নিয়ে গল্প লিখবে,
কবিতা লিখবে, চিত্রকলা আঁকবে
ধারণা করছি, তোমরা কাগজের ফুলের গন্ধ শুঁকবে
তবুও তোমাদের অভিনন্দন...তবুও তোমাদের অভিবাদন!

হয়তো তখন অভিধানে ভালোবাসা নামের কোনো শব্দ থাকবে না
হয়তো তখন পরিবার নামের কোনো সংগঠন থাকবে না
হয়তো সমাজ, রাষ্ট্র বলেও আলাদা কিছু পরিচিতি থাকবে না
তখন বেশ ভালোই হবে...
আমরা যা করতে পারিনি—তোমরা তা পারবে
আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করবে, নতুন বিশ্ব গড়বে!!

ডিসেম্বর ৭, ২০১৭

অচলপত্র

কিছুদিন যাবৎ সচলপত্রের কথা ভাবছিলাম ।একদম নিষ্কর্মা ।
এখন দেখি আমি নিতান্ত কানা-খোঁড়া । বুদ্ধির ঢেঁকি! অচল ।
আমার চারপাশে সবাই সচল । কেবল আমি একাই অচল । শুধুই একা!
আগে দিনের কদর ছিলো । সবার হাতে-হাতে আলোর চাদর ছিলো ।
এখন অন্ধকার রাতের কদর আছে । দিনের কদর অচল হয়েছে ।

আগে সিনেমা হলে মানুষ যেতো । এখন হলগুলো অচল হয়েছে ।
মানুষের হাতে-হাতে সিনেমা আছে ।
এক টিকেটে দুই ছবি নয় ।
টিকেট ছাড়াই হাজার রঙিন ছবি দেখা যায় । কলা কৌশল শেখা যায় ।
আগে প্রেমের যতোটা কদর ছিলো । এখন শরীরের ততোটা আছে ।
এখন প্রেম অচল হয়েছে । দুইদিন পরে শরীরও অচল হবে ।

একটি কথা, জানা কথা বলি । জানা কথায় বিশ্বাস লাগে না ।
পুরাতন চালে যেমন ভাত বাড়ে, তেমনি অচল থাকবে সচলের ঘাড়ে ।
সংবাদপত্র ও অচলের খাতায় নাম লিখিয়েছে । মানুষ পড়ে না ।
পড়তে চায় না । আস্থার সংকট আছে । বিকল্প ব্যবস্থাও আছে ।

সবচেয়ে আশংকার কথা সম্পর্কগুলো সব অচল হয়ে পড়ছে ।
আগে বুক অচল হয়েছিলো । এখন মুখও অচল ।
সবাই নিজের কথা ভাবে । অপরের কথা কেউ ভাবে না ।
এভাবে যদি সবকিছু অচল হতে থাকে, এরপর কী হবে?
আমরা কি আবার অচল হওয়া সময়ে ফিরে যাবো?

এখনও দেখি কেউ-কেউ পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে, কেনো ধরে?
নিশ্চয় কোনো কার্যকারণ আছে । নতুনের প্রতি আস্থাহীনতা আছে ।
এভাবে চললে এতো সাধের পৃথিবী কতোদিন টিকবে? কতোদিন?

ডিসেম্বর ১৩, ২০১৫

অনুমতিপত্র

ডাক্তার চিকিৎসা করার অনুমতিপত্র পেয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও পেয়েছে।
এখন কারণে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেয়। অকারণেও দেয়।
পরীক্ষা– নিরীক্ষার সাথে হিসাবপত্রের যোগ আছে।
ভাগ-বাঁটোয়ারায় অধিকার সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। ভালোবাসাও আছে।

আগে এতোটা এমন ছিলো না। চিকিৎসাও এতো ভালো ছিলো না।
মসজিদে ঢুকতে কারো অনুমতিপত্র লাগে না।
সেখানে মুসুল্লি যেমন নামাজ পড়তে যায়, তেমনি চোরও যায়।
মুসুল্লি নামাজ পড়ে চোরও জুতো চুরি করে। অনুমতি লাগে না।

একবার এক চোর মসজিদের মালামাল চুরি করছিলো আর বলছিলো,
আল্লাহ মসজিদ তোমার, মালামাল তোমার, আমিও বান্দা তোমার।
তোমার বান্দা করবে কিছু ধান্দা, অনুমতির কি দরকার?
হঠাৎ পেছন থেকে খাদেম সাহেব লাঠি হাতে এসে বললেন,
আল্লাহ আমি তোমার, চোর তোমার, লাঠিও তোমার আয়োজন
তোমার লাঠি দিয়ে তোমার চোরকে পেটাবো... অনুমতির কি প্রয়োজন?

কতোজন কতোভাবে ধান্দা করে, ফিকির করে কারো অনুমতিপত্র লাগে না।
কেনো লাগে না? আমি জানি না! সবাই জানে!
প্রশাসন আছে। আইন আছে। প্রয়োগের বিশেষ অভাব আছে।
আমি একবার ন্যায়পালের স্বপ্ন দেখিছিলাম। এখনো দেখি।
যতোটা সুশাসন আছে, এরচেয়ে আরো অনেক বেশি সুশাসনের স্বপ্ন দেখি।
এমন সমাজ চাই, এমন দেশ চাই, যেখানে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন নাই!

নিজের আইন কেউ নিজে তৈরি করে না। সবাই আইন-কানুন মেনে চলে।।

ডিসেম্বর ১১, ২০১৭

অনুযোগপত্র

প্রতিদিন কতো ফুল ফোটে। ঝরে। মানুষ ফুলের হাত ছিঁড়ে। নাক ছিঁড়ে।
বুক ছিঁড়ে। সবই ভালোবাসার নামে। স্বপ্ন দেখার নামে। উষ্ণতার নামে।
ফুল কি কোনোদিন অনুযোগ করে? করে না। কেনো করে না?
ফুল জানে অনুযোগ অনুযোগই থাকে। কোনোদিন অভিযোগ হয় না।

ভালোবাসার নামে তুমিও কম নাটক করোনি। কম জল ঘোলা হয়নি।
আমি কি কোনোদিন অনুযোগ করেছি? করিনি। কেনো করিনি?
আমি জানি, মানুষ কোনোকিছু না দেখলেও আকাশ দেখে। বাতাস দেখে।
শুকনো পাতার মর্মরে জীবন গেঁথে থাকে। অমোচনীয় কালির মতো।
সে দাগ উঠে না। বিষের মতো প্রবাহমান রক্তে মিশে যায়। ভেবে দেখো...!

দেশের মানুষের অনেক অনুযোগ থাকে। অভিযোগও থাকে।
আজকাল কেউ অভিযোগ করতে যেমন সাহসী হয় না। অনুযোগ করতেও না।
হয়রানির ভয় থাকে। বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাব্যতা থাকে।
একজনের ঘাড়ে দশটা-পাচটা মাথা থাকে না। একটাই থাকে।
তারচেয়ে বরং সেই ভালো-রাষ্ট্রযন্ত্র তার শক্তিশালী চোখে সবকিছু দেখুক।
সবকিছু আমলে নিক। আকাশের মতো সবাইকে সমান ছায়া দিক।
বাতাসের মতো সবাইকে সমান অক্সিজেন দিক।
সূর্যের মতো, চাঁদের মতো সবাইকে সমান আলো দিক। জোছনা দিক।
জনগণের অনুযোগপত্র লেখার প্রয়োজন কেনো পড়বে? পড়বে না।।

দেশের একজন নাগরিকও যদি না খেয়ে থাকে, তার দায় কে নেবে?
রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।
একজন দুর্বলও যদি সবল কর্তৃক অত্যাচারিত হয়, তার দায়ভারও নিতে হবে।
নতুবা অনুযোগপত্রের পাহাড় জমতেই থাকবে। জমতেই থাকবে।
সেসব পাহাড়ে একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হবে।
মৃত আগ্নেয়গিরি থেকে জীবন্তলাভা উদ্গীরণ হবে। হবেই হবে।।

ডিসেম্বর ১৮, ২০১৭